



298825 - নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করার পদ্ধতি। যদি মুসল্লি এতে ভুল করে তাহলে কী করণীয়?

প্রশ্ন

আমি নামায পড়ছি। রুকু থেকে উঠার সময় আমি দুই কাঁধ বা দুই কান বরাবর আমার হাতদ্বয় রাখিনি; নীচে ছলি। যখন টরে পলোম তখন হাত সঠিকভাবে হাত রাখলাম। এমতাবস্থায় আমার নামায কী সহিহ? নাকি সহিহ নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের চারটি স্থানে হাত উঠাতেন। সে স্থানগুলো হচ্ছে: তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুকালে, রুকু থেকে উঠার সময় এবং দ্বিতীয় রাকাত তথা প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠার সময়।

এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে ইমাম বুখারী (৭৩৯) কর্তৃক নাফে (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "ইবনে উমর (রাঃ) যখন নামাযে প্রবেশে করতে চাইতেন তখন তাকবীর দতিনে এবং হাতদ্বয় উত্তোলন করতেন। যখন রুকুতে যেতেন তখনও হাতদ্বয় উত্তোলন করতেন। যখন **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলতেন তখনও হাতদ্বয় উত্তোলন করতেন। যখন দুই রাকাত থেকে উঠতেন তখনও হাতদ্বয় উত্তোলন করতেন। এ পদ্ধতিকে ইবনে উমর (রাঃ) আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্বোধন করতেন।"

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"হাত উঠানোর স্থান চারটি: তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুকালে, রুকু থেকে উঠার সময় এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে দাঁড়ানোর সময়।" [আল-শারহুল মুমতী (৩/২১৪) থেকে সমাপ্ত]

হাত তোলার পদ্ধতি:

এক বর্ণনাত্রে এসেছে: "কাঁধ বরাবর হাত তুলতে হবে"। অপর এক বর্ণনাত্রে এসেছে: "কানের উপর পর্যন্ত হাত তুলতে হবে"। আব্দুল্লাহ্বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি,



যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি হাতদ্বয় এতটুকু উত্তোলন করতেন; যাত করে হাতদ্বয় কাঁধদ্বয় বরাবর হত। তিনি এটি করতেন যখন রুকু জন্ম তাকবীর দতিনে, যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন এবং যখন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন। তিনি সজেদাকালে এভাবে করতেন না।"[সহি বুখারী (৭৩৬) ও সহি মুসলিম (৩৯০)]

মালিকি বনি আল-হুওয়ারছি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকবীর (তাহরীমা) উচ্চারণ করতেন তখন হাতদ্বয় এতটুকু উত্তোলন করতেন যাত করে হাতদ্বয় কানদ্বয় বরাবর হত। যখন রুকু করতেন তখনও হাতদ্বয় এতটুকু উত্তোলন করতেন যাত করে সে দুটি কানদ্বয় বরাবর হত। যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন এবং سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখনও এভাবে করতেন।"[সহি মুসলিম (৩৯১)]

এর ভিত্তিতে আলমেগণ হাত তোলার পদ্ধতি নিয়ে মতভেদে করছেন:

কোন কোন আলমেরে অভিমত হচ্ছে: কাঁধ পর্যন্ত হাত তোলা। উদ্দেশ্য হচ্ছে— হাতের তালুদ্বয় কাঁধ বরাবর হওয়া। এটি উমর বনি খাত্তাব (রাঃ), তাঁর ছলে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) এর অভিমত। এটি "আল-উম্ম" গ্রন্থে ইমাম শাফয়েরি অভিমত। ইমাম শাফয়েরি ছাত্রগণও এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম মালকে, ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও ইবনুল মুনযরি প্রমুখ আলমেরে অভিমতও এটা; যমেনটি উল্লেখ করা হয়েছে আল-মাজমু গ্রন্থে (৩/৩০৭)।

আর ইমাম আবু হানফি (রহঃ) এর মাযহাব হচ্ছে— কান বরাবর হাত তুলতে হবে।

ইমাম আহমাদ থেকে অন্য এক রোয়ায়তে এসছে— দুটো পদ্ধতির মধ্য থেকে যে কোন একটি নির্বাচন করতে পারবে। একটি পদ্ধতির উপর অপর পদ্ধতির বিশেষ কোন মর্যাদা নাই। ইবনুল মুনযরি কিছু কিছু আহলে হাদিস থেকেও এ অভিমতটি বর্ণনা করছেন এবং এ অভিমতের প্রশংসা করছেন।

আলবানী বলেন: এটাই হক্ব। উভয়টি সুন্নাহ। আমাদের মুহাক্ককি আলমেগণের অনেকে যমেন- আলী আল-ক্বারী, সনিদী হানাফী প্রমুখ এ অভিমতের প্রতি ঝুঁকছেন।

[দখুন: আলবানীর রচতি "আসলু সফিাত সালাতিনি নাবয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" (১/২০২)]

দুই:

নামাযে পূর্ববোক্ত স্থানগুলোতে হাত তোলা নামাযের সুন্নত।

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া" গ্রন্থে (২৭/৯৫) এসছে: শাফয়েি মাযহাব ও হাম্বলি মাযহাবের আলমেগণ ঐক্যমত্য় পোষণ করছেন যে, রুকুকালে ও রুকু থেকে উঠার সময় 'হাত-তোলা' শরয়িতের বধিান এবং এটি নামাযের একটি সুন্নত। সুয়ূতী বলেন:



"রফয়ে ইয়াদাইন (হাত-তলো) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পঞ্চাশজন সাহাবীর বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত।"[সমাপ্ত]

সুন্নত ছেড়ে দিলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। কোন মুসল্লি যদি গোটো নামাযের কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন) না করে তাতে তার নামাযের শুদ্ধতার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু সে ব্যক্তি নামাযের একটি সুন্নত ছেড়ে দিলে এবং সওয়াব থেকে বঞ্চিত হল।

রফয়ে ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করা সত্ববেও যদি হাত উঠানোর পদ্ধতিতে কিছু ঘাটতি হয় যমেনটি আপনার ক্ষত্রে ঘটেছে সে বিষয়টি রফয়ে ইয়াদাইন একবোরে ছেড়ে দেয়ার চয়ে সহজতর।

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপিতে: হাত উত্তোলনের ক্ষত্রে আপনার সামান্য যে ভুল হয়েছে এবং আপনি সে ভুলটি সংশোধন করে নিয়েছেন; এটি আপনার নামাযের শুদ্ধতার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। আপনার জন্য উপদেশ হল: আপনি হাত তোলার ক্ষত্রে অতিরঞ্জন করা ও ক্ত্রমিতা করার দরকার নাই। আপনি যদি দেখেন যে, আপনার হাতদ্বয় কাঁধের পুরোপুরি বরাবর হয়নি তবুও পুনরায় হাত উত্তোলন করার দরকার নাই। কারণ এটি আপনার মাঝে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ও সন্দেহে টনে আনবে এবং বনি কারণে নামাযের কাজগুলো বারবার করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর সটো হাত উত্তোলনের ক্ষত্রে সামান্য একটু ত্রুটি ঘটায় চয়ে জঘন্য।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।